প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 09 ● Bardhaman ● 15 October 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● "ধনেখালিতে যদি একটা প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যায় ধনেখালিতে একটা বিজেপিকে বাড়িতে থাকতে দেব না", বিজেপিকে নিশানা করে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

● ধনেখালির গাড়লমুড়ি এক্সচেঞ্জ অফিস এলাকায় এখনও চালু হয় নি BSNLএর ফোর জি পরিষেবা। নেটওয়ার্কের হালও খুব খারাপ।বিদ্যুৎ চলে গেলেই থাকে না নেটওয়ার্ক, অভিযোগ।

● দিন দিন ফুলেফেঁপে উঠছে বেশ কিছু কুচো নেতা।প্রাসাদোপম বাড়ি ! আগে যাদের বিড়ি কিনে খাবার পয়সা ছিল না তারাই এখন সিগারেটে টান দিচ্ছে। বুঝুন তাহলে,উন্নয়ন টা কেমন হচ্ছে !

● চাষ ও চাষীদের নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই।ফসলের লাভজনক দাম নেই।আলুর দাম তলানিতে।শাক সবজির দামও তথৈবচ। প্রশ্নের মুখে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা।

● ওষুধের ওপর জিএসটি তো কমেছে,কিন্তু ক্রেতারা সেই সুবিধা পাচ্ছে কোথায় ? পুরোনো দামেই তো কিনতে হচ্ছে ওষুধ,অভিযোগ।নতুন জিএসটি হয়ে তাহলে লাভ কি হল ? ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ করছে টা কি ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

● গত জুলাই মাস থেকে বেতনহীন নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর এনএসকিউএফ ভোকেশনাল ট্রেনাররা।নেই বেতনের নিশ্চয়তা। গত ১২ বছরে এক টাকাও বাড়েনি বেতন,অভিযোগ।

● সমাজ কোন্ দিকে এগোচ্ছে ? ৬০ বছরের বৃদ্ধাকে গণ ধর্ষণ ! অভিযোগ এলাকার ৩ যুবকের বিরুদ্ধে। অষ্টমীর রাতের ঘটনা।২ জন অভিযুক্তকে পাকড়াও করে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে গণধোলাই দিল উত্তেজিত জনতা।পরে পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে।দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি থানা এলাকার ঘটনা।

● এরা কারা ? ধর্মের নামে এত বাড়াবাড়ি ! পুজো মন্ডপে আজানের ব্যানার ! এটা প্রকৃত ধার্মিক মানুষের কাজ নয়।মন্দিরে ঘন্টা বাজবে, মসজিদে আজান,এটাই তো সম্প্রীতি।

● পুলিশের তো এত বাড়াবাড়ি করার দরকার ছিল না। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে সজল ঘোষের পুজোয় বার বার বাধা দিতে গিয়ে বেশি করে হাইলাইট করে দিল।কি আছে দেখার জন্য মানুষের আগ্রহ বেড়ে গেল।ভিড়ও বাড়তে লাগলো।আর মুখ পুড়লো পুলিশ প্রশাসনের।

● মিড ডে মিলের কর্মীরা গ্রুপ অনুযায়ী মাসে পান দু'হাজার টাকা

(এরপর চারের পাতায়)

নবান্নের নির্দেশ অমান্য করে নীলবাতির গাড়িতে ঘুরছেন ধনেখালির বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন - সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে ঘোরার অনুমতি না থাকলেও নিজেকে ভিআইপি

গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে ভিআইপি সেজে দেদার ঘুরে বেড়ানোর অভিযোগ ধনেখালির বিডিও'র বিরুদ্ধে।শুধু তা-ই নয়,গাড়িতে আছে হুটারও।রাজ্যের কোনও বিডিও'র জাহির করতে ধনেখালি সহ হুগলির অধিকাংশ বিডিও গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ।আইনের রক্ষকরাই ভাঙছেন

(এরপর দুয়ের পাতায়)

নির্মল বাংলা !

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত খানপুর জৌগ্রাম একদম রাস্তায় নেমে এসেছে আবর্জনা।এখানে নেই কোনো

মোড়ে ২৩ নং রাস্তার পাশে দীর্ঘদিন ধরে জমে আছে আর্বজনার স্তূপ, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার। রাস্তার পাশে ভেঙে পড়ে আছে আবর্জনার স্তূপে ভরা ব্যবহার অযোগ্য প্রস্রাব খানা।অগত্যা রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েই অনেকে করছে প্রস্রাব।সামনেই খানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।আছে বাসস্ট্যান্ড।চারিদিক দুর্গন্ধে ভরে গেছে।রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাই দায়।একে দুর্গন্ধ, তার ওপর প্রস্রাব মাড়িয়ে হেঁটে যাওয়া আরও কষ্টকর।স্থানীয় কয়েকজন দোকানদার সব আবর্জনা এনে এই জনবহুল স্থানে ফেলে জায়গাটি একেবারে অস্থায়ী ভ্যাট বানিয়ে ফেলেছে, অভিযোগ।অবিলম্বে জায়গাটি পরিস্কার করে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করুক প্রশাসন,গড়ে তুলুক স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

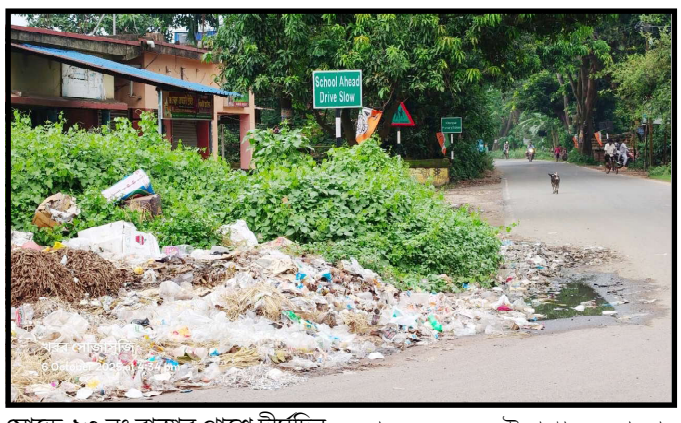

"ধনেখালিতে যদি একটা প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যায় ধনেখালিতে একটা বিজেপিকে বাড়িতে থাকতে দেব না", বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে বিজেপিকে নিশানা করে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

বিডিও'র দাদাগিরি !

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি বিডিও অফিসের কর্মীদের ও পঞ্চায়েতের তাদের বিডিও অফিসের ভিতরে আটকে রাখার অভিযোগ ধনেখালির বিডিও'র

চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের বিডিও অফিসে রাত এগারোটা পর্যন্ত ভোটার লিস্ট সংক্রান্ত কাজ করার নিদান দিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর বিডিও অফিসের সব গেটে চাবি দিয়ে বিরুদ্ধে।ঘটনার জেরে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বিডিও অফিস চত্বরে।বিডিও সাহেবের এই তুঘলকি নিদানের ফলে বিডিও অফিস চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে

(এরপর তিনের পাতায়)

ধনেখালিতে রুদ্ধ ঝিমকি নদীর গতিপথ !

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধনেখালি পুরোনো ঝিমকি নদীতে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা।স্থানীয় কয়েকজন

বাজারে পিচ রাস্তার পাশে ব্রিজের কাছে এবং মদনমোহন তলা মাছের বাজারে ১৭ নং রাস্তার পাশে ব্রিজের কাছে দোকানদার,ভাড়াটিয়া এবং হোটেল কর্মীরা নদীতে আবর্জনা ফেলে নদীটিকে

(এরপর চারের পাতায়)

সমাজ মাধ্যমে নজিরবিহীন বাকযুদ্ধ প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর !

নিজস্ব প্রতিবেদন- সমাজ মাধ্যমে নজিরবিহীন বাকযুদ্ধ প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর ! "আপনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী,কেবল বিজেপির নয়", নাগরাকাটা কান্ডে সমাজ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীকে রাজধর্ম মনে করালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।নাগরাকাটা ইস্যুতে রাজ্য সরকার ও তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলে সমাজ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর পোস্ট করার কিছু ক্ষণের মধ্যেই পাল্টা পোস্ট করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।প্রধানমন্ত্রীকে খোঁচা দিয়ে সমাজ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন ক্ষ্মএটা দুর্ভাগ্যজনক এবং গভীরভাবে উদ্বেগজনক যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যথাযথ তদন্তের অপেক্ষা না করেই একটি

প্রাকৃতিক দুর্যোগকে রাজনীতিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বিশেষ করে যখন উত্তরবঙ্গের মানুষ ভয়াবহ বন্যা ও

(এরপর চারের পাতায়)

খবর সোজাসুজি

Volume-3 ● Issue- 09 ● 15 October, 2025

আমিত্ব

এখন অনেকেই 'আমিত্ব' ফলাতে ব্যস্ত। ভাবখানা এমন, 'আমিই সব।'কিন্তু মনে রাখবেন,ক্ষুন্নআমিই সবক্ষুন্নএটাই ধ্বংসের মূল। আত্মসন্তুষ্টি খুব খারাপ জিনিস।বুথে যারা দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে সেই সব সাধারণ কর্মীদের যদি সম্মান না দেন তাহলে আগামীদিনে তাদের কিন্তু আর পাশে পাবেন না।ভোট বৈতরণী পার হতে গেলে বুথের সাধারণ কর্মী থেকে নেতা, সকলকে সমান গুরুত্ব দিন। তবেই মিলবে আশানুরূপ ফল।কেবল ভোটের সময় সাধারণ কর্মীদের খোঁজ নেব,আর ভোট মিটে গেলে তাদের দূরছাই করবো,এটা ঠিক না। কর্মীরাই তো দলের সম্পদ।নিচু তলার কর্মীদের গুরুত্ব না দিয়ে সাজানো নেতাদের নিয়ে মাতামাতি করলে তার ফল কিন্তু মোটেও সুখকর হবে না।

জনতা জনার্দনের কথা তো ছেড়েই দিলাম।যাদের ভোটে জিতেছেন তাদেরকে এখন তো আর অনেকে চিনতেই পারেন না।অবশ্য,ভোট এলেই আবার তাদের দুয়ারে হাত জোড় করে ভোট ভিক্ষা চাইবেন,পারেন বটে আপনারা ! মনে রাখবেন,জনতা জনার্দনের আঙুলের এক চাপে আপনাদের চেয়ার টলমল হয়ে যেতে পারে।তাই সময় থাকতে সাবধান হোন। জনগণকে সম্মান করুন, তাদের কথা মন দিয়ে শুনুন।জনতার রায়ই তো শেষ কথা,তাই না।

বিনম্র আবেদন

সময়টা বড় অস্থির।সর্বত্রই যেন একটা গেল গেল রব।রাজনীতি আর ধর্ম মিলে মিশে একাকার। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে। ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে রাজ্যে যারা অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে তাদের থেকে সতর্ক থাকুন।কোনো প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না। সর্বদাই মনে রাখবেন,প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কখনো অন্য ধর্মকে অশ্রদ্ধা করে না। আর ধর্মের নামে যারা দাঙ্গা বাধায় তারা কখনো প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে না। কারণ, দাঙ্গাবাজদের কোনো জাত, ধর্ম হয় না। সর্বদা সচেতন ও সজাগ থাকুন।শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন।কোনো রকম প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না।গুজবে কান দেবেন না।গুজব ছড়াবেন না।সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন।সত্যতা যাচাই না করে সোস্যাল মিডিয়ায় কোনো কিছু শেয়ার করবেন না,অনুরোধ।

ইসরাইল মল্লিক
সম্পাদক,খবর সোজাসুজি

(প্রথম পাতার পর)

নবান্নের নির্দেশ অমান্য করে

আইন।তা দেখেও চুপ পুলিশ-প্রশাসন।কয়েক বছর আগে লাল-নীল বাতির অপব্যবহার নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট।আর তারপরেই লাল,নীল বাতির অপব্যবহার রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেয় নবান্ন।কারা গাড়িতে লাল,নীল বাতি ব্যবহার করতে পারবেন সে বিষয়ে জারি করা হয় নির্দেশিকা। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী,প্রতিমন্ত্রী, মুখ্যসচিব,অতিরিক্ত মুখ্যসচিব,প্রধান সচিব,ডিভিশনাল কমিশনার, রাজ্য পুলিশের ডিজি,ডিজি দমকল,পুলিশের আইজি ও ডিআইজি,জেলার পুলিশ সুপার,জেলা শাসক, আয়কর ও শুল্ক দফতরের কমিশনার,মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার,পুলিশ পেট্রোল গাড়ি, এসডিও এবং এসডিপিও'রা গাড়িতে নীল বাতি ব্যবহার করতে পারেন।এই তালিকায় কিন্তু বিডিও'দের কথা বলা নেই। গাড়িতে নীল বাতি ব্যবহার করার অধিকার বিডিও'দের দেয়নি রাজ্য সরকার।তা সত্ত্বেও গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছেন ধনেখালি সহ হুগলির অধিকাংশ বিডিও।ধনেখালির বিডিও'র গাড়িতে আবার নীল বাতির পাশাপাশি লাগানো রয়েছে হুটার।সরকারি নির্দেশিকা সম্পর্কে বিডিও'রা কিছুই জানেন না এমনটা নয়।নিজেদের ভিআইপি জাহির করতেই বিডিও'রা সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ।আর সব কিছু দেখে শুনেও নির্বিকার পুলিশ প্রশাসন।নবান্নের নির্দেশ অমান্য করে কিভাবে নীলবাতির গাড়িতে ঘুরছেন বিডিও ? আইন কি শুধু সাধারণ মানুষের জন্য ? নীল বাতির অপব্যবহার রুখতে পুলিশ প্রশাসন কেন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

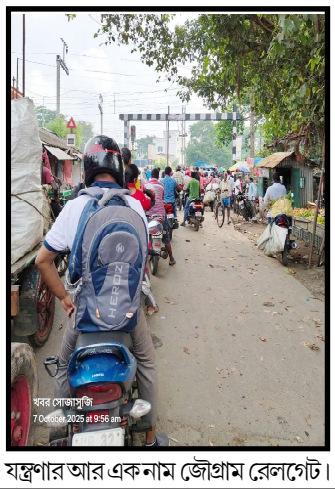

যন্ত্রণার আর এক নাম জৌগ্রাম রেলগেট।

নাগরিক উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ অঞ্চলে যথাযথ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

পীযূষ সিংহ রায়

শিক্ষা জাতীয় অগ্রগতি ও মানব উন্নয়নের মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। এটি শুধু ব্যক্তিগত ক্ষমতায়নের মাধ্যম নয়, বরং সামাজিক রূপান্তর ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তবে অনেক উন্নয়নশীল দেশে শহর ও গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য একটি স্থায়ী চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। শহরাঞ্চলে উন্নত অবকাঠামো, যোগ্য শিক্ষক এবং আধুনিক শিক্ষাতন্ত্রের সুবিধা থাকলেও গ্রামীণ এলাকাগুলো এখনও পর্যাপ্ত সম্পদ, দুর্বল প্রতিষ্ঠান এবং সীমিত শিক্ষার সুযোগের অভাবে ভুগছে। তাই একটি জাতির যুবসমাজের সার্বিক বিকাশ এবং দেশের টেকসই অগ্রগতির জন্য গ্রামীণ অঞ্চলে যথাযথ শিক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

জাতীয় উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে শিক্ষা : শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটায়, নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে এবং সমাজে অর্থবহ অবদান রাখার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করে। শিক্ষিত যুবসমাজ উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। গ্রামীণ যুবকদের মানসম্পন্ন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা তাদের ব্যক্তিগত বিকাশকে সীমিত করে এবং জাতীয় মানবসম্পদের সম্ভাবনাকে ক্ষুণ্ন করে। অনেক দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে, তাই তাদের শিক্ষাগত উন্নয়ন উপেক্ষা করা অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় উন্নয়নের পথে বড় বাধা। শিক্ষা শুধু বই পড়া বা পরীক্ষায় ভালো ফল করার বিষয় নয়; এটি একটি জাতির ভবিষ্যৎ গঠনের ভিত্তি। একজন শিক্ষিত যুবক শুধু নিজের জীবনে উন্নতি করে না, সে সমাজে নেতৃত্ব দিতে পারে, নতুন চিন্তা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। যদি গ্রামীণ যুবসমাজ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে জাতির অগ্রগতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ, দেশের একটি বড় জনগোষ্ঠী গ্রামে বসবাস করে, এবং তাদের উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।

গ্রামীণ শিক্ষার বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ : গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রায়ই কাঠামোগত দুর্বলতার দ্বারা চিহ্নিত। অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, যোগ্য শিক্ষকের অভাব এবং প্রযুক্তিগত সম্পদের অনুপস্থিতি কার্যকর শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে স্কুলগুলো বিদ্যুৎ, গ্রন্থাগার বা স্যানিটেশন সুবিধা ছাড়াই পরিচালিত হয়। এছাড়া দারিদ্র্য অনেক শিশুকে পরিবারকে সহায়তা করার জন্য শ্রমে যুক্ত হতে বাধ্য করে, ফলে তারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ত্যাগ করে। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, লিঙ্গ বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা শহর ও গ্রামের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে।গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হলো; পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব, দক্ষ শিক্ষকের সংকট, এবং প্রযুক্তির অনুপস্থিতি। অনেক স্কুলে বিদ্যুৎ নেই, টয়লেট নেই, এমনকি বই বা পাঠ্যসামগ্রীও নেই। দরিদ্র পরিবারে শিশুরা পড়াশোনা ছেড়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। এছাড়া, মেয়েদের স্কুলে যাওয়া নিয়ে সামাজিক বাধা, দূরবর্তী অবস্থান, এবং অভিভাবকদের অনীহা শিক্ষার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

গ্রামীণ উন্নয়নে যথাযথ শিক্ষার গুরুত্ব : গ্রামীণ অঞ্চলে যথাযথ শিক্ষা প্রদান রূপান্তরমূলক সম্ভাবনা ধারণ করে। শিক্ষিত গ্রামীণ যুবকরা কৃষি পদ্ধতিকে আধুনিকায়ন করতে পারে, উদ্যোক্তা হতে পারে এবং স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারে। এছাড়া শিক্ষা স্বাস্থ্য, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং লিঙ্গ সমতার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে, ফলে দারিদ্র্য ও সামাজিক বঞ্চনার চক্র ভাঙে। যখন গ্রামীণ জনগোষ্ঠী মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ পায়, তারা জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে, যা আঞ্চলিক ভারসাম্যপূর্ণ অগ্রগতি ও সামাজিক সংহতি নিশ্চিত করে। যদি গ্রামীণ যুবকরা সঠিক শিক্ষা পায়, তাহলে তারা শুধু চাকরি খুঁজবে না;নিজেই কাজ তৈরি করতে পারবে। তারা আধুনিক কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, এবং স্থানীয় প্রশাসনে দক্ষতা দেখাতে পারবে। শিক্ষা তাদের স্বাস্থ্য, পরিবেশ, এবং লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ফলে, তারা দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসে সমাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।

গ্রামীণ শিক্ষার উন্নয়নের কৌশল : গ্রামীণ শিক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক বহুমাত্রিক উদ্যোগ প্রয়োজন। অবকাঠামোতে বিনিয়োগ, গ্রন্থাগার,ল্যাব এবং ডিজিটাল সুবিধাসহ সুসজ্জিত স্কুল স্থাপন শিক্ষার জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে।শিক্ষক প্রণোদনা - গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত পেশাগত উন্নয়ন এবং প্রণোদনা প্রদান শিক্ষার মান ও শিক্ষক ধরে রাখার হার বাড়ায়। প্রযুক্তির সংযুক্তি - ডিজিটাল শিক্ষামঞ্চ ও মোবাইল শিক্ষা উদ্যোগ ভৌগোলিক দূরত্ব কমিয়ে নমনীয় শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে। আর্থিক ও সামাজিক সহায়তা - বৃত্তি, মধ্যাহ্নভোজ কর্মসূচি এবং বিনামূল্যে শিক্ষাসামগ্রী শিক্ষার্থীদের স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি সহায়তা করে। সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ - অভিভাবক, স্থানীয় নেতা ও এনজিওদের সম্পৃক্ততা জবাবদিহিতা বাড়ায় এবং শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক সংস্কৃতি গড়ে তোলে। অভিভাবক ও স্থানীয় নেতাদের শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে হবে, যাতে তারা নিজ উদ্যোগে স্কুলে শিশুদের পাঠায়।

গ্রামীণ অঞ্চলে যথাযথ শিক্ষা প্রদান শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং একটি জাতির ভবিষ্যতের কৌশলগত বিনিয়োগ। একটি দেশ কখনোই সমতাভিত্তিক ও টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে পারে না, যদি তার একটি বড় অংশের যুবসমাজ মানসম্পন্ন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে। গ্রামীণ যুবকদের জন্য সহজলভ্য ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা নিশ্চিত করা জাতীয় মানবসম্পদকে শক্তিশালী করে, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতি নিশ্চিত করে। তাই দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে জাতীয় নীতিমালায় গ্রামীণ শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।গ্রামীণ শিক্ষাকে গুরুত্ব না দিলে দেশের অগ্রগতি অসম্ভব। এটি শুধু দয়া নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য একটি বিনিয়োগ। শিক্ষিত যুবসমাজ দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে, নতুন চিন্তা আনতে পারে, এবং সমাজে সমতা ও স্থায়িত্ব আনতে পারে। তাই, প্রতিটি জাতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ধনেখালি সিনেমাতলা থেকে বিডিও অফিস পর্যন্ত এবং হারপুর মোড় থেকে ধনেখালি হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা।খানাখন্দে ভরা।পিচের আস্তরণ উঠে রাস্তায় পাথর গড়াগড়ি খাচ্ছে।সামান্য বৃষ্টি হলে তো আর কথাই নেই,বোঝা দায় রাস্তায় কোথায় গর্ত আছে,কোথায় নেই।ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন।যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।অতিদ্রুত রাস্তাগুলো সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন, চাইছেন এলাকার মানুষজন।

খানপুর থেকে কানানদী হয়ে ধনেখালি যাবার রাস্তায় মহররম স্কুলের সামনে এবং কাশীপুর স্কুলের সামনে একসাথে পরপর পাঁচটা করে দশটা বাম্পার।কাশীপুরে বাম্পারের দু'পাশে ফাঁকা জায়গায় আবার প্রায়শই ইট দিয়ে রাখা হয়।দুর্ঘটনা এড়াতে স্কুলের সামনের রাস্তায় বাম্পার অবশ্যই দরকার আছে,তা বলে পাঁচটা করে দশটা বাম্পার,সঙ্গে আবার ইট ! এতে তো হিতে বিপরীত হচ্ছে,দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন অনেকেই।বাইক বা চার/ছ'চাকা গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে একটা কি দু'টো করে বাম্পার দিলে হতো না ? উঠছে প্রশ্ন।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন - নাগরাকাটার ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।সমাজ মাধ্যমে তিনি লিখেছেন,"বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সেবা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে আমাদের দলের সহকর্মীরা, যার মধ্যে একজন বর্তমান সাংসদ এবং বিধায়কও রয়েছেন, তাদের উপর যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে ভয়াবহ। এটি তৃণমূল কংগ্রেসের অসংবেদনশীলতার পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির একেবারেই করুণ অবস্থা তুলে ধরে।

আমি আশা করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস এই ধরনের চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে সহিংসতায় লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে মানুষকে সাহায্য করার দিকে আরও বেশি মনোযোগী হবে। আমি বিজেপি কর্মীদের জনগণের মধ্যে কাজ চালিয়ে যাওয়ার এবং চলমান উদ্ধার অভিযানে সহায়তা করার আহ্বান জানাচ্ছি।"

ওষুধের ওপর জিএসটি তো কমেছে,কিন্তু ক্রেতারা সেই সুবিধা পাচ্ছে কোথায় ? পুরোনো দামেই তো কিনতে হচ্ছে ওষুধ, অভিযোগ।নতুন জিএসটি হয়ে তাহলে লাভ কি হল ? ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ করছে টা কি ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

পাণ্ডুয়া শ্রীরামবাটি সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করল সিপিএম।সমবায় সমিতির ১২টি আসনের মধ্যে সিপিএম পেয়েছে ১১ টি,তৃণমূল পেয়েছে ১ টি আসন।বিপুল উচ্ছ্বাস লাল শিবিরে।

(প্রথম পাতার পর)

বিডিও'র দাদাগিরি !

শুরু করেন কর্মীরা।ঘটনার জেরে বিডিও অফিসের মধ্যেই আটকে পড়েন হুগলির অতিরিক্ত জেলা শাসক।বিডিও সাহেবের সঙ্গে কর্মীদের দীর্ঘক্ষণ বাক বিতন্ডার পর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ খোলা হয় গেটের চাবি।সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ গেটের চাবি খোলার পর অতিরিক্ত জেলা শাসক সহ বিডিও অফিসের কর্মীরা এবং পঞ্চায়েতের চুক্তি ভিত্তিক কর্মীরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন বলে জানা গেছে।

মালদায় সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনের নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করলেন উত্তর বঙ্গ রিজিওনের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ রাজেশ কুমার যাদব।পাশাপাশি মালদা পুলিশ লাইনে নতুন পুলিশ ক্যান্টিন ভবনের এবং ইংলিশ বাজার থানা প্রাঙ্গনে নব নির্মিত কনফারেন্স রুমেরও উদ্বোধন করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন মালদা রেঞ্জের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ দীপ নারায়ণ গোস্বামী, মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব সহ অন্যান্য উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ।

বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পুজো কার্নিভাল

নিজস্ব সংবাদদাতা - বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন এবং বাঁকুড়া ও বাঁকুড়া শহর থেকে মোট ১৮টি পুজো কমিটি এবং বিষ্ণুপুর শহর

বিষ্ণুপুর পৌরসভার উদ্যোগে আয়োজিত এবারের দুর্গাপুজো কার্নিভাল ছিল শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক বিশেষ মেলবন্ধন।উৎসব মুখর আবেগ, সাংস্কৃতিক গর্ব এবং শিল্পী সৃজনশীলতার সমন্বয়ে কার্নিভালটি জীবন্ত শিল্পের একটি প্রাণবন্ত প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছিল,যেখানে থেকে ১৭টি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করেছিল।উপস্থিত ছিলেন আইজিপি,বাঁকুড়া রেঞ্জ শীশরাম ঝাঝারিয়া, রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি,এসপি,বাঁকুড়া, বৈভব তিওয়ারি,জেলা শাসক বাঁকুড়া সিয়াদ এন,জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুশুয়া রায়, সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ধনেখালি থানা এলাকার সেরা ১১টি পুজো কমিটির হাতে পুরস্কার তুলে দিল ধনেখালি থানার পুলিশ।

জামালপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত ও জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে শনিবার ৪ অক্টোবর জামালপুরে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল দুর্গা পুজো কার্নিভাল।

বিএসএনএল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিসের গেটের সামনে লাগানো বোর্ডের যেমন অবস্থা,বিএসএনএল নেটওয়ার্কেরও তেমন অবস্থা। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে দেশজুড়ে ফোর জি পরিষেবা চালু করেছে বিএসএনএল,কিন্তু নেটওয়ার্কের হাল খুব খারাপ। পরিষেবা একদম তলানিতে।সরকারি সংস্থাটি বাঁচানোর সদিচ্ছার বড় অভাব। স্থায়ী কর্মী নিয়োগও প্রায় বন্ধ।অস্থায়ী কর্মী দিয়েই চলছে কাজ।এক্সচেঞ্জ অফিস গুলোও দিন দিন যেন ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হচ্ছে।আগাছায় ভর্তি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যেন ভুতুড়ে বাড়ি। ধনেখালি এক্সচেঞ্জ অফিসের সামনের গেটের ছবি।

জাল দলিল চক্রের মূল পান্ডাকে দশঘরা থেকে গ্রেফতার করল ধনেখালি থানার পুলিশ।ধৃতের নাম সৌমেন সরকার,বাড়ি ধনেখালির দশঘরা এলাকায়।ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

চন্ডীতলার খানপুর টংতলা এলাকায় গত বুধবার সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে বেআইনি অস্ত্র সহ একজনকে গ্রেফতার করল চন্ডীতলা থানার পুলিশ।ধৃতের নাম সন্তোষ গুপ্ত(২৬), বাড়ি হাওড়ার লিলুয়া থানার জগদীশপুর বিশ্বাস পাড়ায়।ধৃতকে বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করা হলে ধৃতকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।বেআইনি অস্ত্র সরবরাহের সঙ্গে জড়িতদের খোঁজে ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জোর কদমে তদন্ত শুরু করেছে চন্ডীতলা থানার

ধনেখালি ব্লকের বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে থেকে রামচন্দ্রপুর ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা।একদম দাঁত বের করা অবস্থা।ঢালাই ভেঙে চুরে গেছে, পাথর গড়াগড়ি খাচ্ছে রাস্তায়।ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন।অতি দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন,চাইছেন এলাকার মানুষজন।পথশ্রী'র রাজ্যে রাস্তার এই হতশ্রী চেহারা কেন ?উঠছে প্রশ্ন।

রাস্তা সারাবার দায় কার ? রেল কর্তৃপক্ষ না পিডব্লুডি রোডস কর্তৃপক্ষের ? চলছে দায় ঠেলাঠেলি,অভিযোগ।চরম ভোগান্তির শিকার পথ চলতি মানুষজন।ধনিয়াখালি হল্ট স্টেশন সংলগ্ন এলাকার ছবি।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

ভরা দামোদর থেকে উদ্ধার সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধা !

নিজস্ব সংবাদদাতা - নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি আর ডিভিসি'র জল ছাড়ার কারণে বেড়েছে দামোদরের জলস্তর।আর এই ভরা দামোদরের বেগোর মুখ থেকে রবিবার,৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় উদ্ধার করা হল রায়না থেকে ভেসে আসা সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধাকে।জানা গেছে,বৃদ্ধার নাম মাতুরি টুডু,বাড়ি রায়নার হিজলনার জাকতা গ্রামে।মাতুরি দেবী বলেন,তিনি দুপুরে দামোদরে স্নান করতে নেমেছিলেন।জল বেশি থাকায় ভেসে যান।স্থানীয়দের সহযোগিতায় বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে জামালপুর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে জামালপুর থানার পুলিশ।মাতুরি দেবীর বাড়ির সাথে যোগাযোগ

করে মাতুরি দেবীকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - পথভ্রষ্ট মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তার পরিবারের

হাতে তুলে দিল সিঙ্গুর থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার ৩ অক্টোবর দুপুর ৩টে নাগাদ সিঙ্গুর থানার এএসআইপ্রণব কর্মকার এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি সিঙ্গুর থানার নান্দা এলাকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছেন বলে খবর পান।তৎক্ষণাৎ তিনি বিষয়টি থানার বড়বাবু সুদীপ্ত সাধুখাঁকে জানান এবং ওনার নির্দেশ মতো ব্যক্তিটিকে সুরক্ষার জন্য থানায় নিয়ে আসেন।পরবর্তীতে বিভিন্ন সূত্র ও তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিটির পরিচয় নিশ্চিত করা হয়।জানা যায়,ব্যক্তিটির নাম বিজয় দাস পিতা স্বর্গীয় রিশু দাস। উনি হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার রামপাড়া এলাকার বাসিন্দা।বিজয়ের দাসের পরিবার সূত্রে জানা গেছে,বিজয়বাবু সকালে উদ্দেশ্যহীন ভাবে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যান।পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয় এবং সব ধরনের যাচাই-বাছাই শেষে ব্যক্তিটিকে তার পরিবারের হাতে সুরক্ষিতভাবে তুলে দেয় পুলিশ।

মিনিট পঁচিশের মধ্যে অপহৃত শিশুকে উদ্ধার করল মালদা জেলা পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - বুধবার আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ একটি ৩ বছরের বাচ্চা মেয়ে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের কোটলে তার মামার বাড়ির সামনে গ্রামের রাস্তায় অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলছিল।সেই সময় দুই অজ্ঞাত ব্যক্তি একটি সাদা ইয়ামাহা R15 মোটরসাইকেলে (রেজি. নং. WB84J–4184) সেখানে এসেছিল, যারা তাদের পরিচয় গোপন করার জন্য হেলমেট পরেছিল, এবং জোর করে শিশুটিকে তুলে নিয়ে যায়, মাঝখানে বসায় এবং চন্ডীপুরের দিকে পালিয়ে যায়।তাৎক্ষণিকভাবে,আইসি হরিশ্চন্দ্রপুর আন্তঃজেলা নাকা সহ পুলিশ দলকে সক্রিয় করেন।আশেপাশের এবং প্রস্থান রুটে স্থানীয় জনসাধারণকেও বাইকের রঙ, মডেল, হেলমেটের বিবরণ এবং সম্ভাব্য চলাচলের দিকনির্দেশনা জানিয়ে সতর্ক করা হয়।চন্ডীপুরে একজন ব্যক্তি তাদের থামানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তারা দ্রুতগতিতে লক্ষ্মণপুরের দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং তারপর ভালুকা রোডের দিকে এগিয়ে যায়। এই তথ্যের ভিত্তিতে, তারা ইসলামপুরে পৌঁছানোর সময়, এসডিপিও চাঁচল সোমনাথ সাহা এবং এসআই জাকির হুসেনের গাড়ি তাদের দেখতে পায়।অপরাধীরা ইসলামপুরের একটি পকেট রুট দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের মোটরসাইকেলটি স্লিপ হয়ে যায়, যার ফলে একজন অভিযুক্তকে আটক করা হয়,যার নাম ছোটন নাগ (৩৯), বাড়ি- হরিশ্চন্দ্রপুর ডেইলি মার্কেট।অভিযুক্তের কাছ থেকে শিশু এবং মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়।এদিকে, অন্য অভিযুক্ত, যার নাম সিতেন, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ধৃত অভিযুক্ত কিছুটা আহত হয় এবং তাকে তাৎক্ষণিকভাবে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, যেখানে তাকে এক্স-রে পরীক্ষা সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,এসওপি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং পলাতক অভিযুক্ত সিতেনকে গতকাল গ্রেফতার করেছে পুলিশ।এটি খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া ছিল কারণ জায়গাটি বিহার সীমান্তে অবস্থিত এবং পুলিশ ২৫ মিনিটের মধ্যে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

ভাতা,তাও আবার ১০ মাসের জন্য। পুজোর বোনাস তো দূরের কথা,এদের জন্য বরাদ্দ নেই খাবার।

● ফারাক আরও বাড়ল।কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ'র ফারাক বেড়ে দাঁড়াল ৪০ শতাংশ।

● রাতের অন্ধকারে রাস্তা দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে ইঞ্জিন ভ্যান।নেই কোনো হেড লাইট।যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।

● মদ আর গাঁজাতে মত্ত যুব সমাজ।পাড়ায় পাড়ায় রয়েছে সিন্ডিকেট।তবুও পুলিশের অজানা কোথায় মদ বিক্রি হচ্ছে,আর কোথায় গাঁজা বিক্রি হচ্ছে,ভাবা যায় !

● ''আপনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী,কেবল বিজেপির নয়'', প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাজধর্ম মনে করালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

● নাগরাকাটা কান্ডে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।হিংসা ছেড়ে মানুষকে সাহায্য করার পরামর্শ দিলেন তৃণমূলকে।

● কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও মাথা ফাটানো হল সাংসদের,জুতো পেটা করা হল বিধায়ককে।তাহলে বডি গার্ডের কাজ টা কি ? বডি গার্ড থাকা না থাকা দুটোই তো সমান হয়ে গেল।নিরাপত্তা যদি দিতে না পারে তাহলে লোকদেখানো বডি গার্ড নিয়ে ঘোরার দরকার টা কি ? উঠছে প্রশ্ন।

● বিহারে ভোটের তারিখ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। ভোট হবে দু'দফায়,৬ ও ১১ নভেম্বর, গণনা ১৪ নভেম্বর।

● সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে লক্ষ্য করে এজলাসের মধ্যেই জুতো ছুঁড়লেন আইনজীবী, দিলেন সনাতন ধর্ম নিয়ে স্লোগান।এটা কখনোই সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ হতে পারে না।

● উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় পরিদর্শনে গিয়ে গত সোমবার ৬ অক্টোবর জনতার রোষের মুখে পড়লেন বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ ও সাংসদ খগেন মুর্মু।বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষকে জুতোপেটা করল উত্তেজিত জনতা,মাথা ফাটলো বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর।চললো গাড়িতে হামলা,ভাঙলো কাচ।তৃণমূল কর্মীরাই এই কাজ করেছে বলে বিজেপির অভিযোগ।যদিও এই অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল।

● ''পাহাড় যখন কাঁদছে,মানুষ যখন ভাসছে,মুখ্যমন্ত্রী তখন নাচছেন'',মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির তীব্র সমালোচনা করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

● কোটি টাকার চেক জালিয়াতি মামলায় বর্ধমান পৌরসভার অ্যাকাউন্ট্যান্ট সমীর রঞ্জন মুখার্জীকে গ্রেফতার করল মহারাষ্ট্র পুলিশ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য বর্ধমানে।

● টোটোর দৌরাত্ম্য রুখতে কড়া পদক্ষেপ রাজ্য পরিবহন দপ্তরের।টোটো নিয়ন্ত্রণে সারা রাজ্যে চালু সব টোটোকে তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।দেওয়া হবে রেজিস্ট্রেশন নম্বর।টোটোতেও থাকবে নম্বর প্লেট। ১৩ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে অনলাইনে করতে হবে রেজিস্ট্রেশন।

(প্রথম পাতার পর) ধনেখালিতে রুদ্ধ ঝিমকি নদীর গতিপথ !

যেন ভ্যাট বানিয়ে ফেলেছে,অভিযোগ।আবর্জনা ফেলার ফলে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ।নোংরা আবর্জনা ফেলার ফলে নদীর জল পুরো কালো হয়ে গেছে।চতুর্দিকে পচা দুর্গন্ধ।রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাই দায়।অবিলম্বে নদী থেকে আবর্জনা তুলে ফেলে ঝিমকি নদীর স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে দিক প্রশাসন,বন্ধ হোক ঝিমকি নদীতে আবর্জনা ফেলা,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

(প্রথম পাতার পর) বাকযুদ্ধ প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর !

ভূমিধসের পরের পরিস্থিতির সাথে লড়াই করছে।

যখন সমগ্র স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানে ব্যস্ত, তখন বিজেপি নেতারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার আওতায় বিশাল গাড়িবহর নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যেতে বেছে নিয়েছেন এবং স্থানীয় পুলিশ এবং প্রশাসনকে কোনও তথ্য না দিয়েই। এই ঘটনার জন্য রাজ্য প্রশাসন, স্থানীয় পুলিশ বা তৃণমূল কংগ্রেসকে কীভাবে দোষ দেওয়া যেতে পারে?

প্রধানমন্ত্রী কোনও যাচাইকৃত প্রমাণ, আইনি তদন্ত বা প্রশাসনিক প্রতিবেদন ছাড়াই তৃণমূল কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সরাসরি দোষারোপ করেছেন। এটি কেবল রাজনৈতিক নিম্নমানের ঘটনা নয়, এটি প্রধানমন্ত্রী যে সাংবিধানিক নীতিমালা বজায় রাখার শপথ নিয়েছেন তার লঙ্ঘন। যেকোনো গণতন্ত্রে আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে হবে এবং কেবলমাত্র যথাযথ প্রক্রিয়াই দোষ নির্ধারণ করতে পারে - কোনও রাজনৈতিক মঞ্চের টুইট নয়।

ঘটনাটি এমন একটি নির্বাচনী এলাকায় ঘটেছে যেখানে জনগণ নিজেই একজন বিজেপি বিধায়ককে নির্বাচিত করেছেন। তবুও প্রধানমন্ত্রী এই ঘটনাকে তৃণমূলের তথাকথিত ''শক্তিশালীতা''-র প্রতিফলন হিসেবে চিত্রিত করার মধ্যে কোনও বৈপরীত্য দেখেন না। এই ধরনের ব্যাপক, অপ্রমাণিত সাধারণীকরণ কেবল অপরিণতই নয়, বরং দেশের সর্বোচ্চ পদের জন্যও অশোভন।

জাতিগত সহিংসতায় ডুবে যাওয়ার মাত্র ৯৬৪ দিন পরে মণিপুর সফরকারী একজন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আসা, বাংলার জন্য হঠাৎ উদ্বেগ সহানুভূতির চেয়ে বরং সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নাটকের মতো বলে মনে হয়।

হ্যাঁ, আমরা সকলেই দ্ব্যর্থহীনভাবে সহিংসতার নিন্দা করি। কিন্তু এটি পক্ষপাতদুষ্ট বুক চাপড়ানোর সময় নয়। এটি সাহায্য এবং নিরাময়ের সময়।

এটাও স্পষ্ট যে বিজেপি নির্বাচনের আগে জনগণকে মেরুকরণ করার আশায় ক্লান্ত উত্তরবঙ্গ বনাম দক্ষিণবঙ্গের আখ্যানের আশ্রয় নিচ্ছে। আসুন আমরা স্পষ্ট করে বলি: বাংলা এক - আবেগগত, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিকভাবে।

আমি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি: নির্বাচিত রাজ্য সরকারের কথা শুনুন, কেবল আপনার দলের সহকর্মীদের কথা নয়। আপনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, কেবল বিজেপির নয়। আপনার দায়িত্ব জাতি গঠনের, আখ্যান গঠনের নয়।

এই সংকটময় মুহূর্তে, আসুন আমরা বিভেদ আরও গভীর না করি। আসুন আমরা দলীয় সীমানা ছাড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ হই, সেইসব মানুষের সেবা করার জন্য যাদের আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আসুন রাজনীতিকে অন্য একদিনের জন্য ছেড়ে দিই।''

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com